দামুড়হুদায় প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি গঠনে জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

“প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি” প্রতিপাদ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফিরোজ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা’র উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ফারিহা নিশাত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শাহজাহান আলী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ।

প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তুলতে হলে সামাজিক সচেতনতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সমাজকে আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে। যুবকরাই আগামীর নেতৃত্ব, তাই বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল।

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার যৌথ অভিযানে ২ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার এক আসামিসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এএসআই শামীম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আবুল হোসেনের ছেলে ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মিলনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেন।

পরে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীনকে (৪৫) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, গত এক মাস আগে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় ট্র্যাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে গতকাল চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়ান্নটা বিজয় দিবস পেরোলেও বদলায়নি স্বামী সন্তানহীনা মনোয়ারার কষ্টের জীবন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের এক কোণে নীরবে বেঁচে আছেন মনোরা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আজ সম্পূর্ণ একা। নেই স্বামী, নেই কোনো সন্তান— আপন বলতে কেউ না থাকায় বোনের বাড়িতে

মাথাগোজার ঠাঁই হলেও পাইনি ক্ষুধার জ্বালা নিবারন করার দিশা। মানুষের দয়ার ওপর ভর করেই কাটছে তার প্রতিটি দিন। ভিক্ষাই হয়ে উঠেছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া ক্লান্ত শরীর নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়ান দু’মুঠো খাবারের খোঁজে। কারও দরজায় দু’মুঠো চাল, কারও কাছে সামান্য টাকা —এই সামান্য নিয়েই কোনোরকমে চলে তার দিন। ক্ষুধা, অসুস্থতা আর অনিশ্চয়তা যেন তার নিত্যসঙ্গী। অসুখে পড়লে পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই, রাত নামলেই মাথা গোঁজার মতো নির্ভরতার আশ্রয় বলতে বাঁশ ঝাড়ের নিচে অন্যের জমিতে একটি কুঁড়ি ঘর।

চোখে জমে থাকা অব্যক্ত কষ্ট আর মুখের নীরব দীর্ঘশ্বাস যেন বলে দেয়—এই জীবনে কত না পাওয়া আর বঞ্চনার গল্প লুকিয়ে আছে। সমাজের আলো–ঝলমলে উন্নয়নের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এমন অসহায় মানুষগুলোর বাস্তব চিত্রই মনোরার জীবনগাথা।

জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও হয়নি বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা।

মনোরার মতো আরও কত অসহায় স্বামী সন্তানহীন নারী আজও আমাদের চারপাশে নীরবে কষ্ট বয়ে চলেছেন। যাদের জীবনের শেষ সম্বল শুধু মানুষের করুণা আর মানবিকতার অপেক্ষা। প্রশ্ন থেকেই যায়—এই মানুষগুলোর দায় কি শুধুই তাদের নিজের? নাকি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও কিছু দায়িত্ব আছে?

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এই নামে কোনো বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতার কোন আবেদন আমার দপ্তরে জমা পড়েনি, আবেদন জমা পড়লে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

এ বিষয়ে মানবাধিকার কর্মী শরাফত হোসেন রাসেল বলেন, সমাজে এমন অসংখ্য অসহায় মানুষ আছে প্রায় প্রায় অনাহারে থাকে। এই অসহায় মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এছাড়াও সমাজের যারা ধনাত্নক ব্যাক্তি আছে তারাও এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রতিবেশী অনাহারে থেকেও, যদি আমরা নিজের পেট ভরে শান্তিতে ঘুমাতে পারি—তবে সেটা আসলে ঘুম নয়, ওটা বিবেকের গভীর অচেতনতা। কারণ মানুষের ক্ষুধা শুধু পেটের নয়, মানুষের ক্ষুধা ভালোবাসা, সহমর্মিতা আর মানবিকতারও। পাশের ঘরে কেউ না খেয়ে কাঁদছে, আর আমরা চোখ বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমাই—এই নীরবতাই সবচেয়ে ভয়ংকর।

দর্শনায় যুবসমাজের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

দর্শনায় আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়।

আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মোঃ মাহাবুব আলাম বলেন, আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ড অনেক অবহেলিত। দীর্ঘদিন ধরে এ ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। এজন্য আমাদের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করেছি আমাদের সাধ্য মতো। আমরা দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করার জন্য অনুরোধ করেছি।

সাধারণ মানুষেরা বলছেন, আমাদের ওয়ার্ডের রাস্তা ২ টি চলাচলের উপযোগী ছিল না। অনেক দিন ধরে এ সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। আজ যুবসমাজের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ চাই আমাদের এলাকার রাস্তাগুলো উন্নত হোক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, আবু বক্কর, আবু সালেহ, হাসিবুল ইসলাম মন্টু, আব্দুল কাইযুম, আবুল কালাম, ফারুক হোসেন, সোহাগ, রাজু, রানা সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ডোবা পুকুর থেকে

বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা উপজেলা গেটসংলগ্ন লিটনের হোটেলের পেছনের একটি ডোবা পুকুরে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আজ বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে বিষয়টি নজরে এলে সেখানে জনতার ভিড় জমে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় লাশ উদ্ধার করে। পরে পুলিশ নিহত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করে।

নিহত ব্যক্তি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের বদনপুর গ্রামের মৃত বিশারত আলীর ছেলে মো. কামাল উদ্দিন (৭৫)। তিনি দীর্ঘদিন দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষা অফিসে পিয়ন হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং প্রায় ১৪-১৫ বছর আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, অবসরের পর থেকেই তার মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন এবং ২-৫ দিন পর ফিরে আসতেন। অনেক সময় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। তিনি প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ (টোকাই) করেও চলাফেরা করতেন।

নিহত কামাল উদ্দিন গত মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরবর্তীতে সংবাদ পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দামুড়হুদা মডেল থানায় এসে লাশ শনাক্ত করেন এবং এটি তাদের পিতার লাশ বলে নিশ্চিত করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে এ ঘটনায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃত ব্যক্তি ৬ ছেলে ও ১ মেয়েসহ মোট ৭ সন্তানের জনক।

পুলিশ লাশ উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে আসে এবং ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) আনোয়ারুল কবির এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন। এছাড়াও ঘটনাস্থলে পিবিআই ও সিআইডির সদস্যরা মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য কাজ করছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত

কারণ জানা যাবে।

এদিকে পরিবারের দাবি, প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি হয়তো ওই ডোবা পুকুরে পড়ে যান এবং সেখান থেকে আর উঠতে পারেননি। স্থানীয় এলাকাবাসী জানান, পুকুরটি অত্যন্ত গভীর এবং এতে প্রচুর কচুরিপানা রয়েছে। কয়েকদিন আগেও ওই পুকুরে একটি গরু পড়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পুকুরপাড়ে তুলেছিলেন। এ কারণে অনেকের ধারণা, নিহত ব্যক্তি অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে ডুবে মারা যেতে পারেন। তবে লাশ উদ্ধার করার পর দেখা যায়, লাশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

দর্শনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এই শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ শাওন বলেন, আমরা দর্শনা পূর্ব রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছি। আমাদের ভালবাসার বন্ধন সংগঠন ভবিষ্যতে এরকম কাজ অব্যাহত রাখবে। আপনারা জানেন, ভালবাসার বন্ধন সংগঠন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে দর্শনার জন্য। আপনারা সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং পাশে থেকে সহযোগিতা করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভালোবাসার বন্ধনের পরিচালক আরিফ তরফদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন, মোঃ হাসেম, সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় নাশকতা মামলায় ও ইয়াবাসহ গ্রেফতার-২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬০ পিচ ইয়াবাসহ নাশকতা মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই ইমরান ও সামসুর রহমান মঙ্গলবার দিনগত রাতে দর্শনা অকন্দবাড়িয়াা ও দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত দুজন দর্শনা থানার দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে ও নাশকতা মামলার আসামী মোহাম্মদ আলী (৩৩), দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরী গ্রামের (মাঝেরপাড়ার) মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০)।

তাদের দুজনকে ১৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেলসহ আকন্দবাড়িয়া স্কুলের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে গ্রেফতার করে।

গতকালই দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা মতিয়ার গ্রেফতার

বিএনপি’র পদযাত্রায় হামলা মামলার আসামি চুয়াডাঙ্গায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা মতিয়ার রহমান গ্রেপ্তার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র পদযাত্রায় হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের

সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রাইসা গ্রামে অবস্থিত তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে আটক করে। পরে সংশ্লিষ্ট মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গ্রেপ্তারকৃত মতিয়ার রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ওই দিন মহাসিন আলীর নেতৃত্বে বিএনপি’র ৩০–৪০ জন নেতাকর্মী পদযাত্রায় অংশ নিতে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে তারা খাদেমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড় এলাকায় পৌঁছালে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়।

হামলার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের মারধরের পাশাপাশি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ ঘটনায় অন্তত পাঁচটি মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পরে এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় বিজয়ের দিনে হারিয়ে গেল তুষারের হাসি

আলমডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবসে উৎসবের রঙে রঙিন উপজেলা মাঠ। চারপাশে

পতাকা, গান, উল্লাস। সবাই বিজয়ের আনন্দে মেতেছে। ঠিক সেই আনন্দের ভিড়েই হারিয়ে গেল ১০ বছরের তুষার আহম্মেদের সবটুকু হাসি।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের রোকন উদ্দিনের ১০বছরের সন্তুান তুষার আহম্মেদ। আলমডাঙ্গা ব্রাইট মডেল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে উপজেলা মাঠে সাইকেল চড়ে অনুষ্ঠানে দেশপ্রেমের আবেগে অংশ নিতে এসেছিল । নিজের প্রিয় সাইকেলটাই ছিল তার স্কুলে যাওয়ার একমাত্র ভরসা—বলা যায় স্কুলে যাওয়া-আসার একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু উৎসব শেষে ফিরে তাকিয়ে দেখে, সাইকেল আর নেই।

চোখের জল ধরে রাখতে পারে না তুষার। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, “আগামীকাল স্কুলে যাব কী করে?”

এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই কারও কাছে।

আরও ভয় গ্রাস করেছে ছোট্ট বুকটাতে। বাসায় যেতে ভয় পাচ্ছে সে—মায়ের বকা, বাবার রাগ, সেই আশঙ্কাই তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বিজয়ের দিনে যেখানে উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা, সেখানে এক শিশুর মনে বন্দী হয়ে গেছে ভয় আর অসহায়ত্ব।

তুষারের হাতে কোনো পতাকা নেই, নেই কোনো আনন্দ। শুধু চোখভরা জল আর বুকভরা প্রশ্ন— বিজয়ের এই দিনে, তুষারের হারানো সাইকেলটা কি কেউ ফিরিয়ে দেবে? ফিরে পাবে কি সে তার স্কুলে যাওয়ার স্বপ্নটুকু?

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার বলেন, বাচ্চাটি কান্নাকাটি করতে করতে আমার কাছে এসেছিল। আমি ওসি সাহেবকে বলে দিয়েছি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।

এ বিষয়ে মানবাধিকার কর্মী খায়রুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়া। সে হিসাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না থাকায় এমন চুরি হয়েছে। এই দায় প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে না।

সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম বলেন, এই হৃদয় বিদারক ঘটনার দায় এই সমাজ, রাষ্ট্রের। প্রশাসনের আরও কঠোর ভূমিকা পালন করার জন্য আহব্বান জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উৎযাপন

আলমডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচীর শুভ সুচনা করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে সরকারী ও বেসরকারী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯টায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজারে পুস্পমাল্য অর্পন শেষে আলমডাঙ্গা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজারে, ফাতেহা পাঠ ও মুনাজাত করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার, বীরমুক্তি যোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর মুক্তিযুদ্ধা ডাঃ শাহাবুদ্দিন, বীর মুক্তিযুদ্ধা মতিউর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়ার্দার,বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান ধুনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক,উপজেলা সহকারি কমিশনার ভুমি আশিষ কুমার বসু, ওসি বানি ইসরাইল, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহিদ, শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক প্রমুখ।এছাড়াও পুস্পমাল্য অর্পন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি, উপজেলা জামায়াতে ইসলামী, সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজ, ওজোপাডিকো, এমসবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লিবিদ্যুত, আলমডাঙ্গা থানা,সরকারি স্কুল, পৌর সভা, উপজেলা বিএনপি,পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল,শ্রমিক দল,স্বেচ্ছা সেবক দল সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন।

বেলা ১০ টায় উপজেলা মঞ্চে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার । উপজেলা ভুমি অফিসের মাজেদুর রহমানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, বীর মুক্তিযুদ্ধা শফিউর রহমান জোয়ার্দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ

শাহাবুদ্দিন আহমেদ শাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন,উপজেলা সহকারি কমিশনার ভুমি আশিষ কুমার বসু, থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল।আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের, সমাজ সেবা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মাহমুদুলহক, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত,আইসিটি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, ভিডিপি কর্মকর্তা প্রমুখ।

অন্যদিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে সকাল ৮টায় দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ জিয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শেষে র্যালি সহকারে শহীদ মাজারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু,সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু,যুবদলের আহবায়ক মীর উজ্জল, যুগ্ম আহবায়ক রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের, যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এমদাদ হোসেন, শ্রমিক দলের নেতা আইনাল হক, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। পরে দলীয় অফিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু। সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী আলী আসগার সাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রাশেদুল ইসলাম, সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক খন্দকার হাসিবুল ইসলাম,যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল হক মাষ্টার,মখলেছুর রহমান মিলন,আসিফ আল নুর, নির্বাহী সদস্য খন্দকার রুবায়েত ফেরদৌস বাপ্পি, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহবায়ক নাজিম মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক তন্ময়, কুমারী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ

হোসেন,বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি আব্দুর রশিদ প্রমুখ।অন্যদিকে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে হারদী ইউনিয়ন যুবদল নেতা তৌসিফ খান এবং আল-আমিন হিমেল এর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্জলী, দোয়া মাহফিল এবং পুস্পস্তব অর্পন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হারদী যুবদল নেতা সন্দীপ,শরিফুল, কালাম, জামাল উদ্দিন সহ আরও অনেকে।হাটবোয়ালিয়া বিএনপি ও হাটবোয়ালিয়া স্কুলের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে । অন্যদিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। এই দিবসটি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা, পুরুষ্কার বিতরণী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। দিনটিকে সামনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর মো: মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক ডক্টর মহবুব আলম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরান থেকে তেলোয়াত করেন প্রভাষক জামালউদ্দিন এবং গীতা থেকে পাঠ করেন প্রভাষক পলি রানি সিনহা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কমিটির আহ্বায়ক সহকারী অধ্যাপক মহিতুর রহমান। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করেন সহকারী অধ্যপক মোহা: আব্দুল মোনয়েম, (সাবেক ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ),সহকারী অধ্যপক সহকারী অধ্যপক সাইদুর রহমান।বিকাল ৪ টার সময় উপজেলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত কবিতা পাঠ ও আলমডাঙ্গা কলাকেন্দ্রের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার,সহকারি কমিশনার ভুমি আশিষ কুমার বসু প্রমুখ।